কৃষিই সমৃদ্ধি

কৃষি সমাচার

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে
বিশেষ সংখ্যা

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ : ৫৫ ❑ জুলাই-আগস্ট ❑ ২০২২ খ্রি. ❑ ১৭ আষাঢ়-১৬ ভাদ্র ❑ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ ❑ ১৪৪৪ হিজরি

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি সমাচার

ছি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
এ এফ এম হায়াতুল্লাহ
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
মোঃ আমিরুল ইসলাম
সদস্য পরিচালক (অর্থ)
মোঃ আব্দুস সামাদ
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)
মোঃ আশরাফুজ্জামান
সচিব

সম্পাদক
মঈনুল ইসলাম
ই-মেইল : biswasrakeeb@gmail.com

সার্বিক সহযোগিতায়
মোঃ তোফায়েল আহমদ
উপজনসংযোগ কর্মকর্তা

ফটোগ্রাফি
অলি আহমেদ, ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক
এস এ এম সাঈব
জনসংযোগ কর্মকর্তা

মুদ্রণে : এম. এ. প্রিন্টিং সলিউশন, ১১২/২ ফকিরাপুল
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০, মোবাইল : ০১৯৭১৭৮৮৫৩৩

সম্পাদকীয়

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। বাঙালি জাতির শোকাবহ দিন। সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭ তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর পক্ষ থেকে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী শোকাহত চিত্তে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছে স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের স্মৃতির প্রতি। জাতীয় শোক দিবসে আমরা সকলে পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে সেদিনের সকল শহিদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর অবদান অপরিসীম। তাঁরই নেতৃত্বে বাঙালি জাতি অর্জন করে বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ৭০ এর সাধারণ নির্বাচনসহ এ দেশের গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে তিনি এই জাতিকে নেতৃত্বে দেন। এ দেশ ও জনগণ যত দিন থাকবে জাতির পিতার নাম এদেশের লাখো-কোটি বাঙালির অন্তরে চির অক্ষয় হয়ে থাকবে। জাতির পিতা সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। আমাদের দায়িত্ব হবে দেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করে জাতির পিতার সেই স্বপ্ন পূরণ করা। তাহলেই তাঁর আত্মা শান্তি পাবে এবং আমরা এই মহান নেতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে পারবো। জাতীয় শোক দিবসে আসুন আমরা জাতির পিতাকে হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করি এবং দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করি।

ভেতরের পাতায় .....

বিএডিসিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় বঙ্গবন্ধুর ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালিত.....০৩

বিএআরসিতে বঙ্গবন্ধুর ৪৭ তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে দোয়া ও আলোচনা অনুষ্ঠিত....০৪

বিএডিসিতে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত.....০৫

বিএডিসিতে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে সিবিএ এর আয়োজনে দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত.....০৬

স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু, বিএডিসি ও বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন.....০৭

বঙ্গবন্ধু ও কৃষি ভাবনা.....১০

মহানায়ক বঙ্গবন্ধু: বাংলাদেশের কৃষি ও মেহনতি মানুষের নেতা ও পিতা.....১২

মুজিব-সজিব, নির্ভীক-চিরঞ্জীব ১৪

বঙ্গবন্ধুকাব্য ১৫

আশ্বিন-কার্তিক মাসের কৃষি.....১৬

স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবার.....১৭

যারা যোগায়
ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি
তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ২২৩৩৫৭৬৮৫, ই-মেইল : prdbadc@gmail.com , ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd

বিএডিসিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় বঙ্গবন্ধুর ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) তে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে গত ১৫ আগস্ট ২০২২ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৭ তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ এর নেতৃত্বে বিএডিসিতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ১৫ আগস্ট সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলনপূর্বক অর্ধনমিত করা হয়। বিএডিসির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সিবিএ নেতৃবৃন্দসহ সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব এফ এম হায়াতুল্লাহ কৃষি ভবনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মুনাজাত করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম, সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, বিএডিসি'র সচিব জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান প্রমুখ। এ ছাড়া বিএডিসি'র সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী শোক দিবসের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধুর ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে সংস্থার কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলনপূর্বক অর্ধনমিত করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে কৃষি ভবনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ বঙ্গবন্ধুর জীবনী, চিন্তাভাবনা ও কর্মকাণ্ড নিয়ে মূল্যবান, তাৎপর্যপূর্ণ এবং জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন। তাঁর বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর সরলতা, উদারতা, দূরদর্শিতা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, ত্যাগ ও নিখাদ দেশপ্রেমের চিত্র গভীরভাবে ফুটে ওঠে। তিনি বলেন, কিছু মানুষ লিখতে নয়, এ পৃথিবীতে লিখিত হওয়ার জন্য আসেন। বঙ্গবন্ধু পৃথিবীতে স্মরণীয় ও লিখিত হওয়ার জন্য এসেছেন।

১৯৭৫ সালের এই দিনে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ সেনাবাহিনীর নরপিশাচ ঘাতকদের হাতে নির্মমভাবে শাহাদতবরণ করেন। পূর্ব জার্মানিতে অবস্থান করায় সে দিন দেশ-বিদেশের ষড়যন্ত্রকারীদের থেকে রক্ষা পান বঙ্গবন্ধুর কন্যা ও বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর ছোট বোন শেখ রেহানা। খুনীরা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের সুরক্ষার জন্য কুখ্যাত 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ' জারি করে।

১৯৭৫ সাল থেকেই বাঙালি জাতি বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে এই দিনটিকে স্মরণ করে থাকে।

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরেও বিএডিসি'র মাঠ পর্যায়ের সকল দপ্তরে যথাযোগ্য মর্যাদায় এ দিবসটি পালিত হয়। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে কৃষি সমাচারের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি শোক দিবসের বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

বিএআরসিতে বঙ্গবন্ধুর ৪৭ তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে দোয়া ও আলোচনা অনুষ্ঠিত

গত ১৭ আগস্ট ২০২২ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৭ তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে দোয়া ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত দোয়া ও আলোচনা অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ।

বঙ্গবন্ধুর ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে বিএআরসি মিলনায়তনে দোয়া ও আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

কৃষিসচিব জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলামের সভাপতিত্বে দোয়া ও আলোচনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব ওয়াহিদা আক্তার।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা। তিনি চেয়েছিলেন বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে মর্যাদার আসনে বসাতে। কিন্তু ১৯৭৫ সালে নরপিশাচ ঘাতকেরা তাঁকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে বাংলাদেশকে অঙ্কুরেই পঙ্গু করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশ আজ বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসেবে উন্নতির শিখরে যাত্রা করেছে। মাননীয় মন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর খুনীরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে মুছে দিতে শিশু রাসেলকে পর্যন্ত হত্যা করে। কিন্তু তাদের আইনের আওতায় আনতে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি। ইতোমধ্যে খুনীদের একটি অংশকে দেশে এনে রায় কার্যকর করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ টিকে থাকবে মাটি ও মানুষের মধ্যে।

জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে বিএআরসি মিলনায়তনে দোয়া ও আলোচনা অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের শহিদদের নিয়ে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ বলেন, কিছু মানুষ লিখিত হওয়ার জন্য পৃথিবীতে আগমন করেন। বঙ্গবন্ধু তাদের একজন। তিনি শহিদ। শহিদদের মর্যাদা অত্যন্ত উঁচুতে, শহীদের ফয়সালা আল্লাহর কাছে। আমরা যখন নিজের সন্তানের মাথায় হাত দিই তখন আমরা প্রাণী, যখন অন্যের সন্তানের মাথায় হাত দিই তখন আমরা মানুষ। আর যখন কেউ পুরো জাতির মাথায় হাত দেয়, তখন তিনি মহাপুরুষ, জাতির পিতা। বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালি জাতির পিতা। জন্মভূমি সকলের স্বদেশ হয় না। জন্মভূমি স্বদেশ হলে কানাডা আর আমেরিকায় বসবাসের স্বপ্ন দেখা যায়না। জন্মভূমি জাতির পিতার স্বদেশ, জন্মভূমি জাতির পিতার কন্যার স্বদেশ, জন্মভূমি আমাদের সবারও স্বদেশ হোক।

দোয়া ও আলোচনা অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের ব্যাপারে আলোচনা ও দোয়ার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর জীবনী নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র কর্মকর্তাবৃন্দ সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

বিএডিসিতে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

বঙ্গবন্ধুর ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে আলোচনাসভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র নিয়োগ ও কল্যাণ বিভাগের আয়োজনে গত ৩০ আগস্ট ২০২২ তারিখ আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে আলোচনা করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ।

জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে আলোচনাসভা ও দোয়া মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি জনাব রিপন কুমার মন্ডল

আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ, বিএডিসি'র সচিব জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান প্রমুখ। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিএডিসি বঙ্গবন্ধু পরিষদসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সিবিএ নেতৃবৃন্দসহ সংস্থার সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভায় বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ প্রধান আলোচকের বক্তব্যে বলেন, বঙ্গবন্ধু শহিদ। তিনি মহৎকর্মের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু সমগ্র জাতির মাথায় হাত বুলিয়েছিলেন। তাই তিনি জাতির পিতা। প্রশাসক হিসেবেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত সফল। তিনি বাংলাদেশের মানুষকে নিয়ে সার্বক্ষণিক চিন্তা করতেন।

জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ বলেন, নরহত্যা মহাপাপ। আমাদের জাতির যে অংশটি জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করেছে তারা মানুষরূপী অমানুষ। জাতির পিতাকে হত্যা করার মাধ্যমে এ জাতি যে পাপ করেছে সেই পাপমোচনের জন্য আমাদের জাতির পিতার স্বপ্নের দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে গড়তে হবে।

আলোচনা অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বিএডিসি বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি জনাব রিপন কুমার মন্ডল। বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩ (সিবিএ) এর সভাপতি জনাব মনিরুল ইসলাম সোহেল। আলোচনা অনুষ্ঠানের পর বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের জন্য দোয়া করা হয়।

জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে আলোচনাসভা ও দোয়া মাহফিলে মুনাজাতে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ

বিএডিসিতে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে সিবিএ এর আয়োজনে দোয়া ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত

গত ২৫ আগস্ট ২০২২ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর শ্রমিক-কর্মচারী লীগ (বি ১৯০৩) সিবিএ দোয়া ও আলোচনা সভার আয়োজন করে।

বঙ্গবন্ধুর ৪৭তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে সিবিএ আয়োজিত দোয়া ও আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র সচিব জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান

অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম, সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, বিএডিসি'র সচিব জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান প্রমুখ। সিবিএ সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম সোহেল।

আলোচনাসভায় বক্তারা বলেন, বঙ্গবন্ধু দেশকে স্বাধীন না করলে আমরা কেউই আজকের অবস্থানে থাকতে পারতাম না। ঘাতকরা বাংলাদেশের জাতির পিতাকে হত্যা করে বাংলাদেশকেই কার্যত হত্যা করেছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে উঠছে। ঘাতকরা পরাজিত হয়েছে।

জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে সিবিএ আয়োজিত দোয়া ও আলোচনাসভায় সভাপতির বক্তব্য রাখছেন সিবিএ এর সভাপতি জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম সোহেল

সিবিএ সভাপতি জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম সোহেল বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে খুনীরা তাঁর আদর্শ মুছে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা মুজিব আদর্শের সেনারা বঙ্গবন্ধুকে ধারণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে বদ্ধপরিকর। আগামী নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াতের ষড়যন্ত্র রুখে দিতে বিএডিসি'র মুজিব সেনারা সদাপ্রস্তুত।

জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে সিবিএ আয়োজিত দোয়া ও আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি জনাব রিপন কুমার মন্ডল

স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু, বিএডিসি ও বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন

এ এফ এম হায়াতুল্লাহ, চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

বাঙালি জাতির সহস্র বছরের ইতিহাসের কলঙ্কময় অধ্যায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। অভিশপ্ত আর কলঙ্কময় এই দিনে বাংলার মাটিতে ঘটেছিল পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম ঘৃণ্য ও নৃশংসতম হত্যাযজ্ঞ। এ দিন আমরা সপরিবারে হারিয়েছি ইতিহাসের কালজয়ী পুরুষ, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, বাঙালি জাতির প্রাণপুরুষ, বিপ্লবী ইতিহাসের স্বপ্নদ্রষ্টা, অবিসংবাদিত নেতা, বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। বর্তমান বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর ছোট বোন শেখ রেহানা তৎকালীন পূর্ব জার্মানিতে অবস্থান করায় ঘাতকদের নৃশংস হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা পান। পৌরাণিক ফিনিক্স পাখির মত ধ্বংসস্তূপ থেকে জেগে উঠে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন বঙ্গবন্ধুতনয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বঙ্গবন্ধু কী চেয়েছিলেন? বঙ্গবন্ধুর কর্ম, তাঁর বক্তব্যসমূহ ও সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো গভীর মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাবো, বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন গরীব-দুঃখী কৃষক-শ্রমিক ও দরিদ্র সাধারণ জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক মুক্তি ও আর্থ-সামাজিক উন্নতি। তিনি দখলদার ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তিনি লড়াই করেছেন ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। এক সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর হাত থেকে প্রাথমিকভাবে বের হয়ে একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করলেও সেই নয়া সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রটিকেও বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির সর্বশেষ গন্তব্য ভাবতে পারেন নি। এ কারণেই তিনি বাঙালি জাতির জন্য স্বাধীন ভূখণ্ড রচনার স্বপ্ন দেখেন। তিনি প্রথমেই পাকিস্তানী শোষকদের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক সংগ্রাম শুরু করেন। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' এর ৭৩-৭৪ পৃষ্ঠায় আমরা দেখতে পাই, বঙ্গবন্ধু দেশবিভাগের সময় বৃহত্তর বঙ্গভূখণ্ডের জমি পূর্ব বাংলায় যুক্ত করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। তিনি কলকাতা ও আসামের করিমগঞ্জকে পূর্ববাংলার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলেন। কিন্তু সে সময়ে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের নীরবতা এবং কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লীগ ও ব্রিটিশদের যৌথ কার্যক্রমের কারণে বাংলাদেশ পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম নিতে পারেনি এমন কি পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পরও নিজের ভূখণ্ড হারায়। বঙ্গবন্ধু পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানে ফিরেই ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরবর্তীকালে বাংলার স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করতে প্রতিটি রাজনৈতিক সংগ্রামে সামনে থেকে নেতৃত্ব প্রদান করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ৩১ মে আকস্মিকভাবে বিএডিসি'র কার্যালয় পরিদর্শন করেন। ছবিতে তাঁকে সংস্থার কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে দেখা যাচ্ছে

১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু বাঙালির মুক্তির সনদ, বাঙালির স্বাধীকার ও বাঁচার দাবি ছয় দফা উত্থাপন করেন এবং এর ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরো বেগবান হয়। বঙ্গবন্ধুকে থামাতে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' দেওয়া হয়। কিন্তু জনতার আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু নিঃশর্ত মুক্তি পান এবং ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানে সামরিক শাসনের পতন ঘটে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে পূর্ব বাংলার মানুষের অধিকার রক্ষার ম্যান্ডেট পায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। কিন্তু পাক হানাদার বাহিনী আওয়ামী লীগ তথা বাঙালি জাতিকে সরকার গঠন করতে দেয় নি। বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়ে স্বাধীনতার জন্য 'যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে' আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ার' আহবান জানান।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘুমন্ত, নিরস্ত্র বাঙালি জাতির ওপর। পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম ভয়ঙ্কর গণহত্যা চালায় এবং এর নাম দেয় 'অপারেশন সার্চলাইট'। বাঙালি জাতির পিতাকে গ্রেফতার করতে পরিচালনা করে 'অপারেশর বিগবার্ড'। গ্রেফতারের আগে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা করেন এবং এ ঘোষণা পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের নেতৃবন্দসহ অনেকেই পাঠ করে প্রচার করেন। ১৯৭১ সালে তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীনতার লড়াই করে। ৩০ লক্ষ শহিদের রক্ত ও ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতার স্থপতি দেশে ফিরে আসেন ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি। দেশগঠনে তিনি নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি খেটে খাওয়া মানুষের কথা ভেবে, কৃষি ও কৃষককে সবচেয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়ে বাজেট ও নীতি প্রণয়ন করেন।

কিন্তু এ উন্নয়নে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), সর্বহারা পার্টি এবং সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে ঘাঁপটি মেরে থাকা স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি তাদের পছন্দ ছিলোনা। বঙ্গবন্ধু 'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে শত্রুতা নয়' নীতিতে দেশ চালাতে চাইলেন। একটি ধর্মনিরপেক্ষ, সাম্যবাদী ও গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ন করেন। তিনি কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের স্বার্থে 'দ্বিতীয় বিপ্লব' এর ঘোষণা দেন। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারিদের সাধারণ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের সঙ্গে সেবাপরায়ণ হওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি দেশীয় ও পররাষ্ট্রনীতি এমনভাবে তৈরি করতে সিদ্ধান্ত নেন যেন বাংলাদেশে কোন বহিঃশত্রু নাকগলানোর সুযোগ না পায়। এতে প্রতিক্রিয়াশীল বাম ও ডানপন্থী উভয়ের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা

দিলে বিদেশী শক্তির মদদে তারা বঙ্গবন্ধুকে শেষ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র শুরু করে। সেই ষড়যন্ত্রে সপরিবারে শহিদ হন বঙ্গবন্ধু। পরবর্তী শাসকের খুনীদের নিস্তার দিতে কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে। খুনীরা পুনর্বাসিত হয় পাকিস্তানফেরত অমুক্তিযোদ্ধা সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা ও স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির সঙ্গে। বাংলাদেশের সেই কলঙ্কিত ইতিহাস থেকে মুক্তি আসে ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধুর দল ক্ষমতায় আরোহণ করার পর। তারপর বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের বিচার শুরু হয়। কৃষিতে ফের বিপ্লবের জন্য সচেষ্ট হন বঙ্গবন্ধুকন্যা। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার অসমাপ্ত দ্বিতীয় বিপ্লব সফল করার জন্য শেখ হাসিনার সঙ্গে বিএডিসিসহ রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি মালিকানাধীন উদ্যোক্তারা কাজ করছেন। খুনীরা ভেবেছিল বঙ্গবন্ধুকে দৈহিকভাবে খুন করে তাঁকে হত্যা করা যাবে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু বেঁচে আছেন মাটি ও মানুষের মধ্যে, মানুষের চিন্তা ও চেতনায়, মুজিব সেনাদের নীতি ও আদর্শে।

বঙ্গবন্ধুকে শেষ করা যায়নি। তিনি শেষ হতে আসেননি, গড়তে এসেছিলেন; তিনি লিখতে আসেননি, লেখার বিষয় হতে এসেছিলেন। তিনি সমগ্র জাতির ভালো-মন্দ নিয়ে ভেবেছিলেন, তাই তিনি জাতির পিতা। তিনি খলনায়কদের হাতে মহৎ উদ্দেশ্যে প্রাণ দিয়েছিলেন, মানে তিনি শহিদ। আর মহান স্রষ্টার নিকট শহিদের অতি উচ্চ মর্যাদা। সে কারণেই বঙ্গবন্ধুকে শেষ করা যায়নি, তাঁর দৈহিক প্রস্থান ঘটেছে কিন্তু তাঁর লড়াই-সংগ্রাম ও রাজনৈতিক বিপ্লবী আদর্শ ধারণ করে 'একটি মুজিবুরের থেকে লক্ষ মুজিবুর' জন্ম নিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়তে তারা নিরলস শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন।

এ দেশের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র, হতাশার ভারে ন্যুব্জ দেশবাসীকে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক শক্তির মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছেন, দেশের আপামর মানুষকে শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন, জাতিসত্তার উন্মেষ ঘটিয়ে আলোকিত পৃথিবীর দিশা দিয়েছিলেন। বাংলার প্রত্যেক মানুষের জীবনের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কর্মসংস্থানের জন্য সার্বক্ষণিক ভাবনা ছিল তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই। তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন এ দেশের শোষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত কৃষকের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য।

জাতির পিতা সবসময় কৃষির প্রতি মমত্ববোধ ও অগ্রাধিকার প্রদান করেছিলেন এবং মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন অর্থনৈতিকভাবে উন্নত ও সমৃদ্ধ একটি সোনার বাংলা গড়তে কৃষি শিল্পের উন্নয়ন অপরিহার্য; উপলব্ধি করতেন যে কৃষি একটি জ্ঞাননির্ভর শিল্প। গতানুগতিক কৃষিব্যবস্থা দ্বারা দ্রুত ক্রমবর্ধমান বাঙালি জাতির খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করা সম্ভব নয়; খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন কৃষির ব্যাপক আধুনিকীকরণ। বঙ্গবন্ধু জানতেন, যে দেশের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ কৃষিজীবী সে দেশের উন্নয়ন করতে হলে কৃষকের উন্নয়ন করতে হবে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটিকে তাঁর অপূর্ব যাদুকরী শক্তি দিয়ে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিলেন। সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক পতাকা তলে নিয়ে এসে সোনার বাংলা গড়ার নতুন সংগ্রাম শুরু করেছিলেন এবং এদেশের কৃষির উন্নয়নে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সরকার।

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নের মূল চালিকাশক্তিই ছিল এদেশের কৃষি ও কৃষক। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের জন্য ভৌত অবকাঠামো তৈরি থেকে পরিকল্পনা প্রণয়নসহ নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু এদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সবুজ বিপ্লবের সূচনা করে কৃষিতে সমৃদ্ধি আনতে চেয়েছিলেন তিনি। কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ, সেচ সুবিধা বৃদ্ধি, উন্নত জাতের ফসলের চাষ বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কৃষিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পথ প্রশস্ত করেন।

বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবদ্দশায় এ দেশকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নদী খনন, বাঁধ নির্মাণ ও সেচ সুবিধা উন্নয়নের জন্য নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেন। তাঁর শাসনামলে জমি চাষাবাদের জন্য বিদেশ হতে উন্নতমানের ট্রাক্টর আমদানি করা হয়েছিল এবং খণ্ড বিখণ্ড জমি একীভূত করে সমবায় পদ্ধতিতে চাষাবাদের প্রচেষ্টা

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে মুক্তিকামী লাখো মানুষের মহাসমুদ্রে এক ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দেন

গ্রহণ করা হয়েছিল। তিনি জনগণকে বৃক্ষরোপণ, হাঁস-মুরগি ও গরু–ছাগল পালন, মাছ চাষসহ নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। কৃষকদের মাঝে কৃষিখাতে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে তাঁর নির্দেশনায় ১৯৭৪ সাল থেকে কৃষি উন্নয়নে জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় পুরস্কার প্রদান চালু করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭৩ সালে ভূমিহীনদের মাঝে খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ কৃষককে পুনর্বাসিত করেছিলেন। কৃষিতে আধুনিকতার সূচনা পদক্ষেপ হিসেবে পূর্ব জার্মানী থেকে ৩৮,০০০ টি সেচ যন্ত্র আমদানি করা হয়। ৪০,০০০ শক্তিচালিত লো-লিফ্‌ট পাম্প, ২,৯০০টি গভীর নলকূপ ও ৩,০০০টি অগভীর নলকূপ স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া ফিলিপাইন থেকে আইআর-৮ জাতের উচ্চ ফলনশীল ধানের ১৬,১২৫ টন উচ্চ ফলনশীল ধান বীজ আমদানি করা হয়। অন্যান্য দেশ থেকে ১০৩৭ টন উফশী গম বীজ আমদানি করে কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়। কৃষকরা যাতে সহজভাবে কৃষি ঋণ পেতে পারে সে লক্ষ্যে তিনি কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেন।

শত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে দেশ যখন সোনার বাংলা নির্মাণে এগিয়ে যাচ্ছিল ঠিক সে সময়ে উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কতিপয় বিপথগামী সেনাবাহিনীর সদস্যের হাতে সপরিবারে শাহাদতবরণ করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীরা স্বাধীনতার চেতনাকে

ধ্বংস এবং বাঙালি জাতিকে নেতৃত্ব শূন্য করার অশুভ পদক্ষেপ নিতে থাকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শহিদ হওয়ার পর দেশে অগণতান্ত্রিক সামরিক শাসন জারি করা হয়। ভাত ও ভোটের অধিকারসহ মানুষের সকল মৌলিক অধিকার কেড়ে নেয় ক্ষমতালোভীরা। শুরু হয় খুন, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। আত্মস্বীকৃত খুনীদের সুরক্ষা দিতে মানবতা ও আইনের শাসনের পরিপন্থী ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্য বন্ধ করা হয়।

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরই শুরু হয় নতুন উদ্যমে পথ চলা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর নির্বাচনী ইশতেহারে বঙ্গবন্ধুর খুনীদের বিচারের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে ক্ষমতায় এসে তিনি তা পূরণ করেছেন। খুনীদের একাংশের সর্বোচ্চ শাস্তি কার্যকর হয়েছে। পলাতক খুনীদের দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া চলছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে ২০০০ সালের মধ্যেই খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয় বাংলাদেশ, বাড়তে থাকে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা। বাঙালি জাতি ফিরে পায় তার হৃতগৌরব। পরবর্তীতে ২০০১ এর পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে কৃষির উন্নয়ন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পিতা-মাতাসহ সপরিবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

২০০৮ সালের ডিসেম্বরে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একক সংখ্যাগরিষ্ঠভাবে বিজয়ী হয়ে বর্তমান সরকার জাতির পিতার আজীবন লালিত স্বপ্ন 'ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই সকল সারের দাম প্রথম দফায় প্রায় ৫০ ভাগ হ্রাস করা হয়। কৃষি উপকরণ সহজলভ্য, বীজ, সার, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ, একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্প গ্রহণ, শস্য বহুমুখীকরণসহ নানাবিধ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। কৃষি যান্ত্রিকীকরণে বিপুল ভর্তুকি, জলাবদ্ধ হাওড় ও দক্ষিণাঞ্চলে ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা চালু, আইলা পুনর্বাসন, আউশ ধান চাষে প্রণোদনা প্যাকেজ, কৃষিতে তথ্য প্রযুক্তি জনগণের দোরগোড়ায় নেয়া, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কৃষি এবং পরিবেশ অভিযোজন কার্যক্রম, পাট ও পাটের রোগের জিনোম সিকোয়েন্স, ট্রান্সজেনিক আলু, বেগুন, ধান ও তুলার জাত উদ্ভাবন করা হয়। কৃষকের জন্য ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলা এবং ১ কোটি ৪০ লাখ কৃষক পরিবারকে দেয়া হয়েছে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড। ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হয়েছে প্রায় ৪ কোটি মেট্রিক টন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বেড়েছে কয়েক গুণ। পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণে এগিয়েছে বাংলাদেশ। মেধাসম্পন্ন জাতি হিসাবে গড়ে উঠছে নতুন প্রজন্ম।

রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধের প্রভাব গোটা পৃথিবীতে পড়ছে। অর্থনৈতিকভাবে আক্রান্ত হচ্ছে ছোট বড় সকল দেশ। পৃথিবীতে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিয়েছে। জ্বালানি তেলের সংকট দেখা দিয়েছে। এ কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের মানুষের কল্যাণের কথা ভেবে সাশ্রয়ী হওয়ার জন্য বলছেন। প্রতি ইঞ্চি জমি চাষ করতে বলছেন যেন কারো ওপর খাদ্যের জন্য নির্ভরশীল না হতে হয়। কোভিড-১৯ পরবর্তী পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য জনগণকে বিনামূল্যে টিকা সরবরাহের পাশাপাশি খাদ্য ও জননিরাপত্তার জন্যও পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সবসময় সুখী সমৃদ্ধ ও ক্ষুধামুক্ত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখতেন এবং তিনি সবসময় বিএডিসিকে নিয়ে ভাবতেন। কৃষির গুরুত্ব অনুধাবন করে তিনি কৃষির উন্নতির মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ কারণে তিনি কৃষি খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পাকিস্তানের কারাগার হতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর ৩১ মে ১৯৭২ সালে বিএডিসিতে এসে তিনি খাদ্য নিরাপত্তায় করণীয় সম্পর্কে দিক নিদের্শনা প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি বিএডিসিকে একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে রূপ দেন।

১০ অক্টোবর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিএডিসি'র পুনর্গঠন করেন। আওয়ামীলীগ সরকার পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর ২০০৯ সালে বিএডিসি'র মাধ্যমে সার আমদানি ও বিতরণ, উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ এবং রাবার ড্যাম, হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যামসহ বিভিন্ন সেচ কাঠামো বঙ্গবন্ধুর প্রদর্শিত দিক নির্দেশনা বাস্তবায়নে কৃষি উন্নয়নে সংস্থাটির গুরুত্ব অনুধাবন করে বিগত ১৯৯৯ সালের উন্নয়ন কার্যক্রম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে। এ দীর্ঘ সময়ে বিএডিসি উন্নত বীজ, সেচ ও সার ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়। যার কারণে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সাথে সাথে খাদ্য উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমানে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। এ কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিএডিসি ২০১২ সালে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার-১৪১৭ (স্বর্ণপদক) লাভ করে।

বঙ্গবন্ধু আজ আর আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তাঁর আদর্শ ও স্বপ্ন বেঁচে আছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রয়েছে। আছে সোনার বাংলাদেশ এবং তাঁর সাহসী কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গরীব-দুঃখী-মেহনতি মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি চেয়েছিলেন প্রকৃত স্বাধীন ও সার্বভৌম স্বনির্ভর একটি বাংলাদেশ গড়তে। বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্নকে আমাদেরই বাস্তবায়ন করতে হবে। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা, দুর্নীতি ও দারিদ্র্যমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার মহৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালনে বিএডিসি'র সকল কর্মকর্তা-কর্মচারির আন্তরিক প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। শ্রাবণের শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ গঠনে আমরা নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হলেই বঙ্গবন্ধুর শহিদি আত্মা আরো পরিতৃপ্ত হবে।

বঙ্গবন্ধু ও কৃষি ভাবনা

প্রদীপ চন্দ্র দে, মহাব্যবস্থাপক (বীজ), মহাব্যবস্থাপক (বীজ) দপ্তর, বিএডিসি, ঢাকা

বঙ্গবন্ধু কৃষি ও কৃষি পরিবার সংশ্লিষ্টতায় বেড়ে ওঠায় তাঁর চিন্তা চেতনার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে ছিল কৃষি। তিনি বুঝেছিলেন বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল্য চাবিকাঠি কৃষি। তাই স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠনের পরপরই বঙ্গবন্ধু কৃষি উপকরণ, কৃষি গবেষণা, নতুন জাত উদ্ভাবন ও কৃষিখাতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার অন্যতম ভিত্তি ছিল কৃষি।

বঙ্গবন্ধু সর্বদাই কৃষক, শ্রমিক ও খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের কথা ভেবেছেন। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে পাকিস্তান টেলিভিশন ও রেডিও পাকিস্তানে এক ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন - "এ যাবৎ বাংলায় সোনালি আঁশ পাটের প্রতি সীমাহীন অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়েছে। বৈষম্যমূলক বিনিয়োগ হার এবং পরগাছা ফড়িয়া ব্যাপারীরা পাট চাষিদের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত করছে"।

১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক সমাবেশে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করানোর সময় ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমার দল ক্ষমতায় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে দেবে। আইয়ুবি আমলে বাস্তুহারা হয়েছে বাংলার মানুষ। সরকারের খাসজমি বণ্টন করা হয়েছে ভুঁড়িওয়ালাদের কাছে। তদন্ত করে এদের কাছ থেকে খাসজমি কেড়ে নিয়ে তা বণ্টন করা হবে বাস্তুহারাদের মাঝে। ভবিষ্যতেও সব খাসজমি বাস্তুহারাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে এবং চর এলাকায়ও বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন করা হবে। আমি কৃষক ও শ্রমিকদের কথা দিচ্ছি আওয়ামী লীগ তাদের আদর্শের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না"।

ন্যাম সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলাপরত কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো, আলজেরিয়া (সেপ্টেম্বর ১৯৭৩)

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ, অর্থনীতিকে ভগ্ন অবস্থায় রেখে গেছে পাকিস্তানী শাসকেরা, কলকারখানায় উৎপাদন বন্ধ, বিপর্যস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা, বৈদেশিক সাহায্য নাই - এরকম হাজারো সমস্যা, অপরদিকে পরাজিত শক্তির নিত্য গন্ডগোল, দেশ-বিদেশের গভীর ষড়যন্ত্র। ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে পা রাখেন বঙ্গবন্ধু। এতসব প্রতিকূলতার মধ্য থেকে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য নীতিনির্ধারণ করা এবং প্রায় ২০০ বছর ধরে অবহেলিত কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নসাধন এবং শিল্প ও বাণিজ্যকে পুনরুদ্ধার করাই ছিল বঙ্গবন্ধুর মূল লক্ষ্য।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সোনার বাংলা বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধু যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তার সর্বাগ্রে ছিল কৃষক। তিনি কৃষকের সাংবিধানিক অধিকার নিয়ে ভেবেছিলেন। বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "মেহনতি মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে- এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্তি দান"।

১৬ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "জীবনযাত্রার বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার লক্ষ্যে কৃষিবিপ্লবসহ গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধন"।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সরকারপ্রধান ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মাত্র ১ হাজার ৩১৪ দিন সময় পেয়েছেন স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনে। প্রতিটি খাতেই তাঁর দূরদর্শী, দীর্ঘমেয়াদি ও সুচিন্তিত দৃষ্টি পড়ে। স্বাধীনতা-উত্তর ১৯৭২ সালে দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন ছিল ১ কোটি ১০ লাখ মেট্রিক টন। সাড়ে ৭ কোটি মানুষের জন্য ওই খাদ্য পর্যাপ্ত ছিল না। পাকিস্তানি শাসকদের অবহেলার কারণে তখন গড়পড়তা ১৫ লাখ টন খাদ্যশস্যের ঘাটতি দেখা দিত।

বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন বিদ্যমান শ্রেণি বিভাজন ভেঙ্গে না দিলে দেশ অগ্রসর হতে পারবে না, দেশের খাদ্য ঘাটতি মিটবে না। তিনি প্রথমেই কিছু পদক্ষেপ নিলেন যা দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের কৃষি তথা অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদনের জন্য ভিত্তি রচিত হয়, সেগুলি ছিল কৃষকদের জরুরিভিত্তিতে ঋণ প্রদান, বীজ ও সার সরবরাহ, গভীর-অগভীর নলকূপ মেরামত-পুনঃখনন, চাষের জন্য কয়েক লাখ গরু আমদানি করে কৃষকদের মধ্যে বন্টন, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ, একফসলী জমিকে দুফসলী জমিতে রূপান্তরের সর্বাত্মকরণ চেষ্টা, সরকারিভাবে দেখানো খাস জমি ও চর বিনামূল্যে বন্টন এবং এক ব্যক্তির নামে সর্বোচ্চ ১০০ বিঘা জমি নির্ধারণ করে অতিরিক্ত জমি ভূমিহীনদের মাঝে বন্টন।

১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবসে তিনি বলেন, "আমাদের চাষী হলো সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পেছনে নিয়োজিত করতে হবে।"

ষাটের দশকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশে আধুনিক চাষাবাদের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য 'সবুজ বিপ্লব' শুরু হলেও তার ছোঁয়া পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশের মাটিতে লাগতে দেয়নি। স্বাধীন বাংলাদেশে সরকার গঠনের পর পরই দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে সবুজ বিপ্লবের ডাক দেন বঙ্গবন্ধু।

সকল ঝঞ্জা-প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২-৭৩ আর্থিক বছর প্রথম বাংলাদেশের বাজেট পেশ করেন। বাজেটে ৫০০ কোটি টাকা উন্নয়ন খাতের মধ্যে ১০১ কোটি টাকা রাখেন কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে।

বাংলার মাটি-পানিতে বেড়ে ওঠা বঙ্গবন্ধুর কাছে কৃষি বরাবরই প্রাধান্য

পেয়েছে। বাংলার মেহনতী মানুষ ছিল তাঁর প্রাণের স্পন্দন। তাই সকল সময় তাঁর চিন্তা-ভাবনা-ভাষণে কৃষিই আলোচিত হয়েছে।

কৃষি ও আগামী বাংলাদেশ নিয়ে তাঁর হতাশা-আগ্রহ-পরিকল্পনার অনেক কিছুই উঠে এসেছে ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ প্রাঙ্গনে ঐদিনের সেই ঐতিহাসিক ভাষণ নিছক কোন বক্তব্য ছিল না, সেটা ছিল বঙ্গবন্ধুর কৃষি দর্শনের প্রথম পাঠ।

১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ তারিখে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন খাদ্য বলতে শুধু ধান, চাল, আটা আর ভুট্টাকেই বুঝায় না বরং মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, শাকসবজি এসবকে বুঝায়। সুতরাং কৃষির উন্নতি করতে হলে এসব খাদ্য শস্যের উন্নতি করতে হবে।

খাদ্য ঘাটতি সংকুলানে বঙ্গবন্ধু সরকার স্বাধীনতার পর দুই বছর খাদ্যে ভর্তুকি প্রদান করেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি সেচ সুবিধায় বেশি বিনিয়োগ ধরা হয়েছিল। ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে সেচে বরাদ্দ ছিল ৩০ কোটি ৬৬ লাখ টাকা, শস্য উৎপাদনে বরাদ্দ ছিল ৩০ কোটি ২১ লাখ ৯০ হাজার টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষিতে বরাদ্দ ছিল মোট এডিপির ১৩.১৪ ভাগ।

বঙ্গবন্ধু উন্নত দেশসমূহ হতে বাংলাদেশের জন্য উপযোগী বিজ্ঞানসম্মত উন্নত প্রযুক্তি সংগ্রহে নেমে পড়েন। তৎকালীন পূর্ব জার্মানি থেকে ৩৮ হাজার সেচযন্ত্র, সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউক্রেন থেকে ট্রাক্টর এবং ফিলিপাইন থেকে আইআর-৮ উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান আমদানি করে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেন।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সরকার ভর্তুকি দিয়ে সার ও সেচযন্ত্র বিতরণের ব্যবস্থা করেন। মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে তিনি সারের ব্যবহার ৮০ শতাংশ বৃদ্ধি করতে পেরেছিলেন। যেখানে ১৯৭১-৭২ সালে সারের ব্যবহার ছিল ২ লাখ ৫০ হাজার টন, ১৯৭৪-৭৫ সালে তা ৩ লাখ ৫০ হাজার টনে উন্নীত হয়। নগদ ভর্তুকি ও সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে কৃষকের মাঝে সেচযন্ত্র বিক্রির ব্যবস্থা করেন। যেখানে ১৯৭১-৭২ সালে অগভীর নলকূপের সংখ্যা ছিল ৬৮৫, গভীর নলকূপের সংখ্যা ৯০৬ এবং পাওয়ার পাম্পের সংখ্যা ছিল ২৪ হাজার ২৪৩, তা ১৯৭৪-৭৫ সালে বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪ হাজার ২৯, ২ হাজার ৯০০ এবং ৪০ হাজারে। ১৯৭২ সালের মধ্যেই জরুরিভিত্তিতে বিনামূল্যে অথবা নামমাত্র মূল্যে কৃষি উৎপাদনের জন্য ১৬ হাজার ১২৫ টন ধানবীজ, ৪৫৪ টন পাটবীজ ও ১ হাজার ৩৭ টন গমবীজ সরবরাহ করা হয়।

সেচ কার্যের জন্য ভারতের ফারাক্কা থেকে শুকনো মৌসুমে পদ্মা নদীতে ৫৪ হাজার কিউসেক পানির নিশ্চয়তা আদায় করেন। ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প পূর্ণোদ্যমে চালুর যথাযথ ব্যবস্থা নেন।

কৃষিঋণ পেতে হয়রানি রোধে ১৯৭৩ সালে কৃষকদের দোরগোড়ার ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া জাতীয়করণকৃত ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে প্রায় ৩০ কোটি টাকা সহজলভ্য কৃষিঋণ বিতরণ করেন।

বঙ্গবন্ধুর কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা চিন্তায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছিল সমবায়। তিনি সমবায় ভিত্তিতে চাষাবাদের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পরে তাঁর সমবায় চিন্তা নিয়ে সে সময়ের অর্থনীতিবিদ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে তিনি আলোচনা করেছেন। পরিকল্পনাটি যুগোপযোগী করে তোলার জন্য নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ তাঁর ভাষনের কিছু অংশ- "এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি, গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না, আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে, জমি নিয়ে যাব, তা নয়। পাঁচ (০৫) বছরের প্ল্যানে বাংলাদেশ ৬৫ হাজার গ্রাম কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের হাতে, ফার্টিলাইজার যাবে তাদের কাছে।" বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে এই সিস্টেম অব্যাহত থাকত, ২০০০ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ মালয়েশিয়ার মত অর্থনৈতিক অবস্থানে থাকত।

বঙ্গবন্ধু কৃষি, মৎস্য, পশুসম্পদে ব্যতিক্রমধর্মী কর্মকান্ডে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ ২৯/১৯৭৩ এর মাধ্যমে "বঙ্গবন্ধু পুরস্কার তহবিল" গঠনপূর্বক পুরস্কার প্রদানের রেওয়াজ প্রচলন করেন।

২৬ মার্চ ১৯৭৫, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন "আমার দেশের এক একর জমিতে যে ফসল হয় জাপানের এক একর জমিতে তার তিনগুণ ফসল হয়। কিন্তু আমার জমি দুনিয়ার সেরা জমি। আমি কেন সেই জমিতে দ্বিগুণ ফসল ফলাতে পারব না, তিনগুণ করতে পারব না? আমি যদি দ্বিগুণও করতে পারি তাহলে আমাকে খাদ্য কিনতে হবে না। ...আমি চাই বাংলাদেশের প্রত্যেক কৃষক ভাইয়ের কাছে, যারা সত্যিকার কাজ করে, যারা প্যান্টপরা, কাপড়পরা ভদ্রলোক তাদের কাছেও চাই জমিতে যেতে হবে, ডবল ফসল করুন। প্রতিজ্ঞা করুন, আজ থেকে ওই শহীদদের কথা স্মরণ করে ডবল ফসল করতে হবে। যদি ডবল ফসল করতে পারি আমাদের অভাব ইনশাআল্লাহ হবে না।"

বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে বাঙালির হৃদয় থেকে বঙ্গবন্ধুকে মুছে ফেলা সম্ভব না। তাইতো রাজপথে জনতার কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হয়, "এক মুজিব লোকান্তরে লক্ষ মুজিব ঘরে ঘরে"। বঙ্গবন্ধুর শ্রেষ্ঠত্ব সেখানেই-তিনি শুধু বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের একজন স্বপ্নদ্রষ্টাই ছিলেন না, ঐক্যের বন্ধনে বাঙালি জাতির স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু এমনই একজন নেতা ছিলেন যাকে হত্যা করে বাংলাদেশকে শতবছর পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। এমন কোন সেক্টর নেই যার সম্বন্ধে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল না। দেশ আর দেশের মেহনতী মানুষের উন্নয়ন চিন্তা এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোকপাত করলে মহাকাব্য রচনা করলেও শেষ করা যাবে না।

আজ বঙ্গবন্ধু নেই, আছে তাঁর দর্শন, আদর্শ ও দিকনির্দেশনা। স্বল্পতম সময়ে একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করে কৃষিকে ভিত্তি করে তিনি দেশ গড়ার যে ব্যাপক কর্মকান্ড শুরু করেছিলেন তার অন্তর্নিহিত আবেদনটি আজো অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কৃষিক্ষেত্রে সেই অগ্রযাত্রায় ধারাবাহিকতা তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা রক্ষা করে আরো বেগবান করতে সক্ষম হয়েছেন। কৃষক বাঁচানোর জন্য যে রাজনৈতিক অঙ্গীকারের দরকার তা বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা সরকারের রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর কৃষকপ্রীতির কথা মনে রেখেই বর্তমান সরকার কৃষকদের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নানা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃষকরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বাস করেন কৃষক বাঁচলেই দেশ বাঁচবে।

মহানায়ক বঙ্গবন্ধু: বাংলাদেশের কৃষি ও মেহনতি মানুষের নেতা ও পিতা

মোঃ আবীর হোসেন, প্রকল্প পরিচালক (মাবীউকৃবিপ্র) বিএডিসি, ঢাকা

বাংলাদেশ মহাকাব্যের মহানায়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অমিত আত্মবিশ্বাস, সাধারণ মানুষের প্রতি অবিচল আস্থা, অকুতোভয়, দৃঢ়চেতা, আপোসহীন, সরব ও স্বতঃস্ফূর্ত সাহসী জীবন প্রবাহ, নজরুলের তমসাচ্ছন্ন, কর্মবিমুখ, চেতনাশক্তিহীন বাঙালির চেতনাকে সমৃদ্ধ ও শাণিত করে 'বাঙালির বাঙলা' বলতে শিখায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশ ভাবনা থেকে স্বাধীনতার সুপ্ত বাসনাকে জাগ্রত করে যা ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু হয়ে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে বিস্তৃত হয়। আদর্শ ও নীতিতে অটল ও অবিচল থেকে, মানুষের হৃদয়কে উজ্জীবিত করে তিনি সামাজিক শক্তির বিকাশ ঘটান। বাঙালির স্বপ্ন, ভাবনা, চেতনা ও লক্ষ্য ধারণ করে হয়ে ওঠেন জনগণের মুখপাত্র, বাঙালির জাতীয় চেতনার উন্মেষ, বিকাশ, ব্যাপ্তি ও সফলতার মূল স্থপতি। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালির অখন্ডিত সত্তা ও শক্তির প্রতীক এবং অর্বিভূত হন জাতির পিতা হিসাবে। বাঙালির সহস্র বছরের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগরিত করেন বঙ্গবন্ধু।

মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১২ জানুয়ারি ১৯৭২)

স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু কৃষি ও শিল্পোন্নয়নকে প্রাধান্য দেন। তিনি জানতেন দেশের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে গ্রামীন উন্নয়ন, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন আগামী বহু বছর কৃষি শুধুমাত্র খাদ্য জোগান দেবে না অধিকাংশ মানুষের আয়েরও প্রধান উৎস হয়ে থাকবে এবং শিল্পোৎপাদনের জন্য উপকরণ যোগান দিবে। বঙ্গবন্ধু 'সবুজ বিপ্লবের' ডাক দেন, কৃষি উন্নয়নের জন্য মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেন, কৃষির সঙ্গে জড়িত মানুষকে কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণসহ নানাবিধ ব্যবস্থা এবং কৃষির প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষি অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ, জরুরিভিত্তিতে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি, বীজ, সার বিতরণ, কৃষিঋণ এবং খাজনা মওকুফ, কৃষি পণ্যের যৌক্তিক ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ, গরিব ও প্রান্তিক চাষীদের জন্য রেশনের ব্যবস্থা চালু করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তার পরিপ্রেক্ষিতগুলো ছিল-

১. বঙ্গবন্ধু কৃষকদের ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করেন । এ কারণে কৃষি কাজে জড়িতরা উপকৃত হয়েছেন। খাজনা দেওয়ার অক্ষমতা ও জটিলতা হতে মুক্ত হয়ে কৃষকরা আনন্দে কাজ করে গেছেন। বঙ্গবন্ধু আমলে খাজনা আদায় থেকে তারা সহজেই মুক্ত হয়েছিলেন।

২. অর্থনৈতিক উন্নতির অন্যতম উপায় সম্পদের সুষম বণ্টন। বঙ্গবন্ধু সম্পদের সুষম বণ্টনে উৎসাহিত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু এক ব্যক্তির নামে ১০০ বিঘার উপরে জমি থাকাতে নিরুৎসাহিত করেছেন। অতিরিক্ত জমি ভূমিহীনদের মাঝে বণ্টন করে ভূমিহীনদের চাষাবাদ করার সুযোগ তৈরি করে দেন। এভাবে কৃষি উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করেছেন। পুঁজিবাদী সাম্যব্যবস্থা নিরুৎসাহিত করেছেন।

৩. গ্রাম্য সমাজভিত্তিক গরিব কৃষকদের সহযোগিতার জন্য সুদমুক্ত ঋণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

৪. স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রায় ২২ লাখের বেশি পরিবারকে পুনর্বাসন করেছিলেন।

৫. কৃষি ও কৃষকদের উন্নয়নে তিনি প্রথম বাজেটে কৃষিখাতে ভর্তুকির ব্যবস্থা করেন। বাজেটে ভর্তুকি দিয়ে বিনামূল্যে কীটনাশক ও সার সরবরাহ করেন। ফলে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালে কৃষি উৎপাদন অতীতের যেকোনো সময় থেকে অনেক বেশি উৎপাদিত হয়েছিল। তিনি ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষিকর্মী নিয়োগ করেছিলেন।

৬. কৃষিপণ্য বিশেষ করে ধান, পাট, তামাক আখের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে ন্যূনতম ন্যায্যমূল্য বেধে দিয়েছিলেন। গরীব কৃষকদের রেশনের ব্যবস্থা করেছিলেন। সবুজ বিপ্লব কর্মসূচির আওতায় খাদ্যঘাটতি কমিয়ে আনার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

'বঙ্গবন্ধু, বিশ্বব্যাংক ও শিল্পায়ন' প্রবন্ধে দেখতে পাই বঙ্গবন্ধু বলেছেন শ্মশান হওয়া বাংলাকে তিনি সোনার বাংলায় গড়ে তুলতে চান । এ লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু প্রথম বাজেটে কৃষিখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। ২১ দফার প্রতিটা দফাই ছিল কোনো না কোনোভাবে কৃষি ও কৃষকের মঙ্গলকামি। কৃষির উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। বন্যা ও খরার হাত থেকে কৃষককে রক্ষার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সরকারি ইজারাদারি প্রথা বিলুপ্ত করেন। তাছাড়া, তিনি কৃষির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ সারের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিনি বন্ধ সার কারখানা পুনরায় চালু করার এবং নতুন কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নেন। পাকিস্তান আমলে লাখ লাখ কৃষকের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার করেন। কৃষক ও গ্রামীণ পরিবারের সন্তানদের ব্যয়মুক্ত শিক্ষা প্রদানের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালু করেন এবং নারী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার আলোকে আলোকিত করে উদীয়মান অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করাকে প্রাধান্য দেন। সহজ শর্তে ঋণ দেয়ার জন্য কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেন। ভূমিহীনদের মাঝে খাস জমি বিতরণ, উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ নির্মাণ ও নানা ধরনের নলকূপ স্থাপন করেন।

বঙ্গবন্ধু অনুধাবন করেন, বাংলাদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার

উন্নতির পূর্বশর্ত হলো কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন। তিনি এ লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক নানাবিধ পদক্ষেপ নেন। তিনি কৃষিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পুনঃসংস্করণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, উদ্যান উন্নয়ন বোর্ড, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, ইক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনসহ অনেক নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও কৃষি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের আমূল সংস্কার করেন। কৃষির সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে তিনি কৃষি গবেষণার তাগিদ দেন। কৃষি শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করে আধুনিক কৃষিব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণির পদমর্যাদা প্রদান করেন। যা আজও 'বঙ্গবন্ধুর অবদান, কৃষিবিদ ক্লাস ওয়ান' স্লোগানে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়। এসব পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করেন কৃষির উন্নয়ন এবং দেশের টেকসই ও অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নের লক্ষ্যে। বঙ্গবন্ধুর কৃষিনীতির অনুসরণ করায় বাংলাদেশের কৃষি খাত এখন খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং বিশ্বে কৃষিপণ্য উৎপাদনের রোল মডেল।

দৈনিক প্রথম আলোর ২৭ মার্চ ২০২১ ও দৈনিক যায়যায়দিন ২৮ নভেম্বর ২০২১ তারিখের পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যমতে বিশ্বে বাংলাদেশ এখন শস্যবৈচিত্র্য উন্নয়নে এবং প্রতি হেক্টর জমিতে ফল উৎপাদনে প্রথম, পাট উৎপাদনে দ্বিতীয়, সবজি ও ধান উৎপাদনে তৃতীয়, চা ও মিঠাপানির মাছ উৎপাদনে চতুর্থ, আলু উৎপাদনে ষষ্ঠ ও আম উৎপাদনে সপ্তম এবং পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম দেশ।

বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন দক্ষ মানব সম্পদ ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞান ছাড়া মানবসম্পদ বিকশিত হয় না। কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন করে তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষানীতি গ্রহণ করেন। এমন কি সংবিধানে শিক্ষাকে প্রাধান্য দেন। উচ্চ শিক্ষাকে স্বাধীন সত্তা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তিনি প্রধান চারটি বিশ্ববিদ্যালয়কে ১৯৭৩ এ অধ্যাদেশের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দেন। তিনি বিশ্বাস করতেন স্বাধীন ও প্রাকৃতিক পরিবেশে শিক্ষকগণ শিক্ষাদান ও গবেষণা করে প্রগতিশীল, আলোকিত এবং বিকশিত মানুষ সৃষ্টির মাধ্যমে মানব সম্পদ গড়ে তুলে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখবে। এই লক্ষ্য অর্জনকে গতিশীল ও উৎসাহিত করার জন্য এবং উচ্চ শিক্ষা কার্যক্রমকে সঠিক পথে এগিয়ে নেয়ার জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গবন্ধুর উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে ইউজিসি এখনও নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

তৃতীয় শিল্প বিপ্লব থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর বঙ্গবন্ধু গুরুত্ব প্রদান করেন এবং তাঁর প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের সদস্যপদ লাভ করে। টেলিফোন ডাটা যোগাযোগ, টেলেক্স ইত্যাদি বিনিময়ের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগস্থাপনের জন্য তিনি রাঙ্গামাটিতে বেতবুনিয়া ভূ-উপকেন্দ্র স্থাপন করেন। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুই ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং প্রতিষ্ঠাতা। ডেল্টা প্ল্যান বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও পরিকল্পনারই প্রতিফলন। দারিদ্র্য দূরীকরণ, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি নিশ্চিত, অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার, নারীর ক্ষমতায়ন, তৃণমূল জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (এনজিও) সেক্টর স্থাপনের অনুমতি দেন। এনজিও নিয়ে অনেক বিতর্ক থাকা সত্ত্বেও উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনে এনজিও সেক্টর অনেকটাই সফল হয়েছে এবং বিশ্বে তৃণমূল জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের মডেল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির পরও বঙ্গবন্ধু সরকারের আমলে খাদ্য আমদানি ব্যয় হ্রাস পায়, খাদ্য উৎপাদন বাড়ে, বন্দরগুলো পুনরায় চালু হয়, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে। বঙ্গবন্ধুর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে বেশ কিছু পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনাগুলোর কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে অর্থনৈতিক নিম্ন গতিরুদ্ধ এবং অর্থনীতি নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। ব্যাংকিং সেক্টর বহির্বিশ্বে সম্প্রসারিত হয়। বাঙালির শক্তি, উদ্যম, কর্মস্পৃহাকে উৎসাহিত ও কাজে লাগিয়ে, মানুষকে বস্তুগত সম্পদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ সমাবেশের মাধ্যমে দ্রুততার সঙ্গে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও বাঙালির ভাগ্য ও দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালে দ্বিতীয় বিপ্লবের ঘোষণা দেন।

'দ্বিতীয় বিপ্লবের'-এর ঘোষণায় গ্রামীণ উন্নয়নের অন্যতম প্রধান কর্মসূচি ছিল বাধ্যতামূলক সমবায় প্রতিষ্ঠা, যৌথ চাষ ও গ্রাম তহবিল গঠন, নারী শিক্ষা এবং সমবায়ে ও দেশ গঠনে নারীদের অন্তর্ভুক্তি। দ্বিতীয় বিপ্লবের লক্ষ্য স্থির করেন : (১) দারিদ্র্য দূরীকরণ (২) জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির বাস্তবায়ন ও বিকাশ সাধন (৩) দুর্নীতি, মজুদদারি ও কালোবাজারি বন্ধকরণ (৪) স্বাধীনতাবিরোধী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রের কর্মকান্ড ও ষড়যন্ত্র প্রতিহতকরণ (৫) প্রশাসনকে ঢেলে সাজিয়ে জনগণের সেবায় নিয়োজিতকরণ এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা (৬) কৃষি উৎপাদন দ্বিগুণ করে সবার জন্য খাদ্য নিশ্চিতকরণ (৭) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সঠিক ও আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ ও কার্যকরকরণ (৮) শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি (৯) সকল গ্রামে বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠন (১০) নতুন শিক্ষা পদ্ধতিতে মানসম্পন্ন আধুনিক শিক্ষাদান নিশ্চিতকরণ (১১) আইন ব্যবস্থা পুনর্গঠন। দ্বিতীয় বিপ্লবের ঘোষণায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় ঐক্য, প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ, রাজস্ব ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। দ্বিতীয় বিপ্লব সফল করার জন্য বঙ্গবন্ধু সময় পেলেন না। স্বাধীনতাবিরোধী, ক্ষমতালিপ্সু, বিপথগামী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীরা স্বপরিবারে বঙ্গবন্ধুর প্রাণ কেড়ে নেয়। খুনিরা শুধু বঙ্গবন্ধুর দৈহিক সত্তা কেড়ে নিয়েছে, মারতে পারেনি। তিনি বাংলাদেশের মানুষের অবিচ্ছিন্ন ধমনী-স্পন্দন। আমাদের হৃদয়ে, সত্তায়, চেতনায় চিরভাস্বর।

বঙ্গবন্ধু এক চেতনা ও আদর্শের নাম। আদর্শের মৃত্যু নেই। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, দর্শন, চলার পথ ও স্বপ্নই হবে বাংলাদেশের চালিকা শক্তি। আমরা তাঁর জীবনাদর্শ থেকে খুঁজে পাব আত্মশক্তি। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন, দর্শন ও আদর্শ ধারণ করেই বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সফলতার সঙ্গে দেশকে এগিয়ে নিচ্ছেন এবং গড়ে তুলছেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করেই বাংলাদেশ হবে উন্নত দেশ।

মুজিব-সজিব, নির্ভীক-চিরঞ্জীব

খন্দকার তানভীর আহমেদ
সহকারী পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
সাধারণ পরিচর্যা বিভাগ

দেশ বাংলাদেশ কোথা পাই
বাঙালি মোরা ভাই ভাই
হার্ট সেল যেখানে, লেখা রয়েছে সেখানে
বহু মানুষের মনে মনে
জানে সকল জনগণে
বহু যুগের সন্ধিক্ষণে .....

জন্মেছিল এক নেতা, সিংহ পুরুষ সে বটে
স্তব কীর্তনেই নই মোরা ক্ষান্ত
বলি কর্মটাকে কি যায় কভু করা অস্বীকার?
আসলেই যা গিয়েছে ঘটে.....

কী ঘটে গেছে শুধুমাত্র দেখতে হলে মিডিয়ার মত
বাধ্য হয়ে চোখ রাখুন বলা নই আমি মহাপাত্র
যা অনুভব করতে হয় রন্ধ্রে রন্ধ্রে, ধমণীতে শিরায় শিরায়
বলবে অহর্নিশি জাগা আমার নেত্র.....

বলি সে কি নাই সারা বাংলায়
খুঁজতে আমি যাই না কো তাকে আর
সে নয় এতটুকু ছোট্টজন
যাকে খুঁজতে হয় টর্চ লাইট দিয়ে দিগন্ত জোড়া সাড়
সে (তিনি) বহুব্যাপী বিস্তৃত,
আমরাও নই কভু বিস্মৃত .....

মুজিব তাঁর নাম, যাকে খোকা বলে চিনে পাড়াগাঁয়ের লোকেরা
জানে মিয়া ভাই বলে
কতজনে তাঁর কত মধুর স্মৃতি কথা বলে
সেই হাসি চির অমলিন, পিঠ চাপড়ে মধুর শাসনের নেতা
তুমি তো নয় ছিলে কখনো একা
উঠতে বসতে সবটা সময় জনগণ ছিলো তোমার সঙ্গী,
এখনো তাই অনুসরণ করে পরিষ্কার তোমার অঙ্গভঙ্গি.....

নেতা, তেজস্বী ভাষণ কিংবা সেই দীপ্তোজ্জ্বল তর্জনী
জানে সেই ছোট্ট ছেলেটি, অবিকল অবলীলায় তোমার মত করে
ছেড়ে দেয় কী গর্জন ই.....

তাই নেতা, তোমায় কি কখনো ভোলা যায়?
কেন এটি শুধু গদ্য বা পদ্য হবে,
এটি জীবনব্যাপীয়া ইতিহাস
বলবে লোকে ক্লান্তিহীন বারো মাস
আষাঢ় শ্রাবণ বা ভাদ্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ বা চৈত্র সবকয়টিই তো বাংলা মাস
ভাষা বাংলা বা জাতি বাংলা, শ্রান্তিহীন তোমাতেই বাস,
যেমন লোকের স্বাধীনতায় বাঁধহীন মিষ্ট ভাষ,
যেমন মানুষের মনে মুজিব করে খেলা,
ঠায় বসে থাকা জানালায় দেখা, দিগন্ত মেলিত সুনীল আকাশ।

শোককে তাই শক্তি করে জানি মুজিব সজীব,
নির্ভীক- চিরঞ্জিব, জাতিকে তাই এক করে যায়
মানুষের ঐক্য দল,
নির্ভীক বাঙালি, স্বাধীন বাঙালি শক্তি করে চল।

কালো মেঘে ঢাকা

দিপাশ্রী হালদার, সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা
বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র, বিএডিসি, মিরপুর, ঢাকা।

চারদিকে অন্ধকার,
কালো মেঘে আছন্ন।
নিস্তব্ধ এক রাত,
দরজার সামনে কে যেন দিল ডাক।
বীরের বেসে এসে,
সিড়িতে দাড়ালেন এক লম্বা লোক।
বুকের মাঝে,
হঠাৎ গুটি কয়েক বুলেট।
মাটিতে লুটিয়ে পরেন জাতির পিতা শেখ মুজিব।
একে একে কেড়ে নেন সকলের প্রাণ।
অগ্নি ঝরা সে কালো রাত, পনেরো আগস্ট।
বাঙালির কাছে এক নিস্তব্ধ রাত,
সব হারানো এক ব্যাকুলতার রাত।
অশ্রু ঝরা সে রাত।
চারদিকে আজও কালো মেঘে ঢেকে আছে।
সকলের মনে আজও সেই ভয়ের ক্লান্ত হাওয়া বইছে।

'ক্ষেত-খামারে আমার প্রোডাকশন বাড়াতে হবে। তা না হলে দেশ বাঁচতে পারে না।'
-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধুকাব্য

মঈনুল ইসলাম, সম্পাদক, জনসংযোগ বিভাগ

'বঙ্গবন্ধু নেই' এ কথা যারা বলে ওরা সেই পরাজিতদের প্রেতাত্মা
ওরা এখনো সুপ্ত সন্ত্রাসী
মৃত মুজিবের আদর্শ জীবিত মুজিবের মতই ওদের তাড়িয়ে বেড়ায়
ওদের ঘুম হারাম হয়,
ওরা ফের ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে
ওরা প্রত্যেকে এ জাতির জন্য একেকটা মূর্তিমান ভয়!
ওরা লক্ষ মুজিবের জয় বাংলা শুনছে!
ওদের সারা দেহে ১১ সেক্টর থেকে আসা শেল বিঁধছে!

সৌদি আরবের জাতির পিতা আছে। জানেন?
থাকতেই পারে!
তুর্কিদের জাতির পিতা আছে। মানেন?
থাকতেই পারে!
মিশরেরও জাতির পিতা আছে, পিতা আছে এমন কি কাতার-আরব আমিরাতেরও। সেটি জানেন?
জানেন? আপনাদের মানসিক জন্মভূমি পাকিস্তানেরও আছে জাতির একজন পিতা, তা বটে
তবে কেন বাঙালি জাতির জনকে আপনাদের অকৃতজ্ঞ হৃদয়টা এতোটা চটে?

বঙ্গবন্ধু ভেবেছিলেন বাঙালিরা তার সন্তান
যে সন্তান পিতাকে হত্যা করে নৃত্য করে সে তো কুলাঙ্গার
জেলে শেষ হলো সোনালী সময় আর যখন গড়তে এলেন
শেষ হয়ে গেলো জীবনের সব!
পিতার খুনের আসামী জাতি তবু আজ গায় মর্সিয়াগীতি!
এটাই নীতি, এটাই নিয়তির পুষ্পপরিণতি।

খুনীদের যারা খুনী না বলে খালাস দিয়েছিল তারা কেমন পুরুষ?
তাদের কি ছিল কোন হুঁশ?
নাকি দেশের বাইরের টোপে অর্থ ক্ষমতার মোহে তারা হয়েছিল বেহুঁশ?
প্রকৃতি নির্মম বিচারক!
তার আদালত থেকে কে কবে পেয়েছিল নিস্তার হে ঘাতকপাল?
প্রতি যুগে উড়াবে কেউ না কেউ জাতির পিতা হত্যার প্রতিশোধের নৌকার পাল।

ন্যায় আর অন্যায়ের মধ্যে তফাৎ জেনেও যারা নীরব থাকে তারা অন্যায়কারী
নির্বাক মিত্র আর স্পষ্টভাষী শত্রু একই মুদ্রার দুই পিঠ
তাই,
খুনী ও খুনের সমর্থক
টেলিফোন করেই দায় সারা সেনাপতি
মীরজাফরের প্রেতাত্মা খন্দকার চামচিকা মুশতাক ও তাকে প্রেসিডেন্ট বলে স্বীকার করা অসৎপাল
তার শপথ অনুষ্ঠানকে স্বাগত জানানোরা, প্রতিটি ক্ষমতালিপ্সু
ইনডেমনেটির কারিগর, খুনী ও ফ্রিডম দলের পৃষ্ঠপোষক, উগ্র ডান ও রক্তখেকো ভণ্ড বাম, চৈনিক লাল মুন্সি, ইতিহাস দখলের পাণ্ডাপাল
কেউ বাদ নেই! বঙ্গবন্ধু হত্যার রক্তলাল খুন লেগে আছে কতজনের হাতে
আরো উন্মোচন হবে। জনতার আদালতে খুনীদের বাঁচতে হবে ঘৃণ্য পশু হয়ে।
যুগের পর যুগ, প্রতিটি যুগে
বঙ্গবন্ধু ফিরে আসবেন। পালাতে পারবে না খুনিদের আত্মা কোনো কালে কোনো সুযোগে।

বঙ্গবন্ধু-বাংলাদেশের স্থপতি
কবিতা ব্যথায় কাতর, তোমার না থাকায় বাংলাদেশ ও বাংলাদেশি বাঙালির অপূরণীয় ক্ষতি।

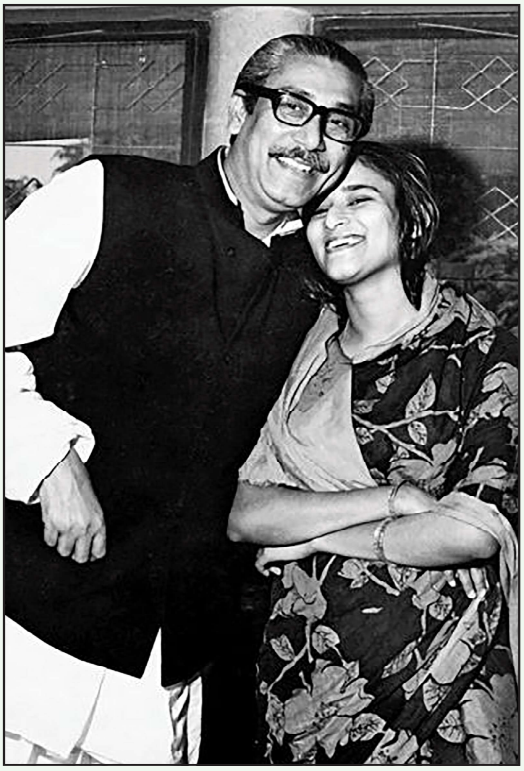

পিতার গভীর স্নেহের সান্নিধ্যে শেখ হাসিনা

আশ্বিন-কার্তিক মাসের কৃষি

আশ্বিন মাস

আমন ধান: আমন ধানের এ সময় বাড়ন্ত অবস্থা। রোপণের সময় ভেদে এ সময় ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। লাগানোর ২০-২৫ দিনের মধ্যে ইউরিয়া উপরি প্রয়োগের প্রথম কিস্তি ও ৫৫-৬০ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় কিস্তির ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। সারের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য মৃত্তিকা গবেষণা ইনস্টিটিউটের উপজেলাভিত্তিক সার সুপারিশমালা অনুসরণ করতে হবে। সবচেয়ে ভাল হয় মাটি পরীক্ষা করে নিলে। সার প্রয়োগের সময় জমিতে প্রচুর রস থাকতে হবে। জমিতে ২-৩ সে.মি. পানি থাকলে সবচেয়ে ভাল হয়। সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার প্রয়োগ করে আগাছা পরিষ্কার তথা সার মাটিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয়বার সার উপরিপ্রয়োগ করে মাটির সাথে মেশানোর প্রয়োজন নেই । ধানের জমিতে আগাছা ধানগাছের সাথে খাদ্য উপাদান নিয়ে প্রতিযোগিতা করে। এ জন্য ধানের জমিতে বিশেষত রোপণের ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। বন্যাপ্রবণ এলাকা যেখানে পানি সরতে দেরি হয় সেসব জমিতে নাবীজাতের উফশী আমনজাত যেমন : বিআর-২২, বিআর-২৩, ব্রি ধান৪৬ আশ্বিন মাসের প্রথম সাতদিন পর্যন্ত লাগানো যাবে। নাবী জাতের ধান রোপণকালে ৫/৬টি করে চারা একটু ঘন করে লাগাতে হবে। পাট বপনের সময় হতে এসময় পর্যন্ত বীজ উৎপাদনের জন্য রাখা পাটগাছগুলোর বিশেষ যত্ন নিতে হবে। মরা, পচাঁ ও রোগাক্রান্ত গাছগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে।

শীতকালীন সবজি: এ মাসের শুরুতে আগাম শীতকালীনসবজি যেমন- ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন, মুলা, লেটুস, মরিচ, লালশাক, পালংশাক, শালগম, গাজর ইত্যাদির বীজ বপন করতে হবে। এ সময় বৃষ্টি হয় বিধায় চারা উৎপাদন ও রোপণের সময় একটু বেশি যত্নশীল হতে হয়। চারা তৈরির জন্য সমতল হতে ৬ ইঞ্চি উঁচু করে পরিমাণ মত গোবর সার ও আবর্জনা পঁচা মিশিয়ে মাটি ঝুরঝুর করে বেড তৈরি করে নিতে হবে। বীজ বপনের পূর্বে প্রতি বর্গ মিটার বীজতলায় ১০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম টিএসপি ও ১০০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। বীজ ছিটিয়ে গুড়া মাটি দিয়ে হালকাভাবে বীজগুলোকে ঢেকে দিতে হবে। বীজতলা ও কচি চারাকে বৃষ্টির তোর হতে রক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে। এ জন্য লম্বা কঞ্চির দুইপাশ মাটিতে গেঁথে মাচা তৈরি করে তার উপর পলিথিন বা চাটাই দিয়ে বীজ ও চারাকে বৃষ্টির হাত হতে রক্ষা করা যেতে পারে। বীজ বপনের পর এবং চারা কচি থাকা অবস্থায় মাটিতে যাতে রসের অভাব না হয় সেজন্য ঝাঁঝড়ি দিয়ে হালকা সেচ দিতে হবে।

সংরক্ষিত বীজ ও শস্য: ঘরে সংরক্ষিত বোরোবীজ, গমবীজ, গোলাজাত শস্য, ডাল ও তৈলবীজ ইত্যাদি শুকিয়ে পোকামুক্ত করে পুনরায় সংরক্ষণ করতে হবে।

কার্তিক মাস

আগাম লাগানো আমন ফসলে এ সময় ফুল আসে এবং পরে লাগানো আমন ধানের বাড়ন্ত অবস্থা থাকে। এ সময় আমন ফসলে পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এদের মধ্যে মাজরা পোকা, শীষকাটা লেদা পোকা, গান্ধী পোকা ইত্যাদি প্রধান। পোকা আক্রমণ করলে ক্ষেতের মধ্যে বাঁশের কঞ্চি বা গাছের ডাল পুঁতে দিয়ে পাখির বসার ব্যবস্থা করলে পাখি পোকা খেয়ে ফেলে। পোকা দমনে আলোর ফাঁদ কিংবা হাত দিয়ে ধরে পোকার ডিম ও মথ ধ্বংস করা যেতে পারে। সকল প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে পোকার আক্রমণ যদি অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তবেই কেবল কীটনাশক নির্দিষ্ট মাত্রায়া নিকটস্থ কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ নিয়ে নিয়ম মাফিক স্প্রে করতে হবে।

ডাল ও তৈল ফসল: এ সময় ডাল ও তৈল ফসল বোনার ভরা মৌসুম। সরিষার উন্নত জাত বারি সরিষা-৯, বারি সরিষা-১৪, বারি সরিষা-১৫ ও বিএডিসি সরিষা-১ বুনলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। স্থানীয় মসুর থেকে বারি মসুর ৫,৬ এবং বিনা মসুর-৪ চাষ করা লাভজনক। যে সকল জমিতে খেসারী চাষ করা যায় সেসব জমিতে একই যত্নে বিএডিসি মটর-১ চাষ করা যায়। ডাল ও তৈল ফসলের জমি উত্তমরূপে চাষ করে শেষ চাষের সময় ২০ঃ৩০ঃ২০ হারে ইউরিয়া , টিএসপি ও এমওপি সার প্রয়োগ করে উন্নত জাতের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানের বীজ বপন করতে হবে।

শীতকালীন সবজি: আশ্বিন মাসে বোনা বিভিন্ন আগাম শীতকালীন সবজির চারা বীজতলা হতে সাবধানে তুলে এনে মূল জমিতে লাগাতে হবে। চারা উঠানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে চারার শেকড় ভেঙ্গে না যায়। বিকেল বেলা চারা লাগিয়ে হালকা সেচ দিতে হবে। পরের দুই দিন চারাকে সরাসরি সূর্যালোক মুক্ত রাখতে হবে। মুলা, শালগম, গাজর, লালশাক, ডাঁটা, পালংশাক, মটরশুটি ইত্যাদির বীজ সরাসরি জমিতে ছিটিয়ে দিতে হবে।

আলু: এ মাসের দ্বিতীয় পক্ষ হতে আলু লাগানো শুরু করতে হবে। উন্নত জাতের মধ্যে ডায়মন্ড, কার্ডিনাল, ফেলসিনা এবং স্থানীয় জাতের আলু চাষ করা যেতে পারে। প্রতি একরে ৬০০ কেজি বীজের প্রয়োজন। প্রতি একরে ১২০ঃ১২০ঃ১৪০ হারে ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি এবং ২৪০ কেজি খৈল প্রয়োগ করতে হবে। শেষ চাষে ইউরিয়া অর্ধেক ও অন্যান্য সকল সার প্রয়োগ করতে হবে। উত্তমরূপে তৈরি জমিতে সারি করে অঙ্কুরিত আলু লাগাতে হবে। এ সময় বৃষ্টিপাত থাকবে বলে প্রয়োজনীয় সেচ দিতে হবে।

স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবার

বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারটি ছিল বঙ্গবন্ধুর শয়ন কক্ষ। ১৯৬৬ সালে দ্বিতীয় তলার নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিচতলার এই কক্ষেই শেখ রাসেলকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু দম্পতি বসবাস করতেন ।

বঙ্গবন্ধু ভবনের নিচতলায় অফিসকক্ষ ও বৈঠকখানার মাঝে একটি লম্বা করিডোর আছে। বাড়ির মূল সিঁড়িটি করিডোরের পশ্চিম পাশে সংযুক্ত, যার সামনে একটি দরজা আছে। বঙ্গবন্ধু দোতলা থেকে এই সিঁড়ি দিয়ে নেমে নিচের করিডোর হয়ে অফিসকক্ষ ও বৈঠকখানায় যাতায়াত করতেন।

১৯৬৬ সালে যখন দোতলার কাজ শেষ হয় তখন থেকে শেখ হাসিনা এই কক্ষে বসবাস শুরু করেন। এই কক্ষটি দোতলায় বাড়ির একেবারে উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত (বর্তমানে সম্প্রসারিত সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতেই প্রথমেই এই কক্ষটি)।

এটি ধানমণ্ডিতে অবস্থিত জাতির পিতার বাড়ির মূল সিঁড়ি। এই সিঁড়ি দিয়ে বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবারের সদস্যগণ এবং অন্যান্যরা যাতায়াত করতেন। এই সিঁড়িতেই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

দোতালার শেখ রেহানার এই শয়ন কক্ষটির সাথে দক্ষিণে বড় খোলা বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক বারান্দা। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকেরা এই কক্ষটিতে লুটপাট ও তছনছ করেছিল।

এই কক্ষটিতে শেখ জামাল তার নবপরিণীতা স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করতেন। ১৫ই আগস্ট কালরাতে শেখ জামালের এই কক্ষটিতেও ঘাতকদল লুটপাট করে এবং এলোপাতাড়ি গুলি করে সবকিছু তছনছ করে।

স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবার

বঙ্গবন্ধু ভবনের দোতালার দক্ষিণে এই ঐতিহাসিক বারান্দার অবস্থান। এই ঐতিহাসিক বারান্দাটিতে বঙ্গবন্ধুর কক্ষ, শেখ রেহানার কক্ষ ও শেখ জামালের কক্ষ থেকে প্রবেশ করা যেত।

শেখ কামাল বিয়ের পর স্ত্রী সুলতানা খুকীর সাথে তিন তলার এই কক্ষে বসবাস শুরু করেন। হত্যাকারীরা যখন এই বাড়িতে আক্রমণ চালায় শেখ কামাল হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

তৃতীয় তলার সর্বশেষ কক্ষটি ছিল পড়ার ঘর। এই কক্ষে বসে বঙ্গবন্ধু একান্তে লেখাপড়া করতেন। বাড়ির ছেলে মেয়েরা পরীক্ষার সময় নিরিবিলি পরিবেশে লেখাপড়ার জন্য এই কক্ষটি বেশির ভাগ সময় ব্যবহার করতেন। কক্ষটি বঙ্গবন্ধু দাপ্তরিক কাজেও ব্যবহৃত হতো।

বঙ্গবন্ধু ভবনের নিচতলায় উত্তর-পূর্ব দিকে এই কক্ষটি অবস্থিত। বাড়িতে ওঠার প্রথম দিকে (১৯৬১ সালের ১ অক্টোবর) এই ঘরে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা থাকতেন।

বঙ্গবন্ধু ভবনের মূল প্রবেশ দ্বার (Main Gate) দিয়ে ঢুকতেই প্রথমে চোখে পড়বে নিচতলার অফিস কক্ষটি। এই কক্ষটি বঙ্গবন্ধুর পিএ মহিতুল ইসলাম অফিস হিসাবে ব্যবহার করতেন। এটি অভ্যর্থনা কক্ষ হিসেবেও পরিচিত ছিল। বঙ্গবন্ধুর একমাত্র ছোট ভাই শেখ আবু নাসেরকে ১৫ আগস্টে এই রুমে গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করে।

বঙ্গবন্ধু ১৯৬১ সালের ১ অক্টোবর সপরিবারে এই বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। তারপর থেকেই নিচতলার এই কক্ষটিকে বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান ও রাষ্ট্রীয় অতিথিবৃন্দ এই বৈঠকখানাতে মিলিত হতেন ।

চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম

জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলনপূর্বক অর্ধনমিত করার পর বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

রাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় সার্বিয়া থেকে এমওপি সার আমদানির চুক্তি সই অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

বিএডিসি'র বোর্ড রুমে সাধারণ পর্ষদ সভায় সভাপতির বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

বিএডিসি'র তিন জন কৃষিবিদ কর্মকর্তার অবসরোত্তর ছুটি উপলক্ষ্যে বিদায় সংবর্ধনায় বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

বিএডিসি'র বর্ষসেরা প্রকল্প পরিচালকের সম্মাননা ক্রেস্ট হাতে বর্ষসেরা প্রকল্প পরিচালকসহ সংস্থার চেয়ারম্যান ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বিএডিসি'র সেচ ভবনে প্রকৌশলীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

ভাল বীজে ভাল ফসল

কৃষিই সমৃদ্ধি

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ২২৩৩৫৭৬৮৫, ইমেল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, এম. এ. প্রিন্টিং সলিউশন , ১১২/২ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।